যাইতেছে সে-বিষয়ে আমাদের লক্ষ্য নাই। এখন আমাদের জাতিভেদ একটা জন্মগত সংস্কার। চরিত্র যে-রূপই হউক না ব্রাহ্মণের সন্তান হইলেই তিনি নকুষ কুলীন—আর নীচবংশে জাত হইয়া একজন যত গুণীই হউক না কেন তিনি চিরদিনই অস্পৃশ্য অনাদরণীয়। আমরা এখন বৈদিক যুগের ন্যায় নৈতিক আভিজাত্যের আদর না করিয়া জন্মগত গরিমার সম্মান প্রদর্শন করিতে অধিকতর উদ্যত ও ইচ্ছুক—কাজেই আমাদের অবনতি হইবে না তো অবনতি হইবে কার ?

তাই তো বিবেকানন্দ অতি দুঃখে বলিয়া গিয়াছেন—"আমাদের ধর্ম্ম এখন আশ্রয় নিয়েছে জলের কলসী আর ভাতের হাঁড়ির ভিতর। ধর্ম্ম এখন শুধু ছুঁৎমার্গ, আমায় ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা।"

শ্রীকেশবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
১ম বার্ষিক শ্রেণী, বিজ্ঞান বিভাগ।

ঊষা-স্তুতি

(ঋগ্‌বেদ হইতে)

আসিয়াছে ঊষা শ্রেষ্ঠ জ্যোতির জ্যোতির্ম্ময়ী ;
জন্ম লয়েছে শুভ্র আলোক আঁধারজয়ী ;
প্রসবি' সবিতা বেদনকাতরা রাত্রি মাতা
লয়েছে বিদায়, জাগিয়াছে ঊষা আলোকদাতা।

উজ্জ্বলা সুতা শুভ্রা ঊষায় ছাড়িয়া গেহ
কৃষ্ণা রাত্রি গিয়াছে চলিয়া ত্যজিয়া দেহ ;
অমর সূর্য্যবন্ধু দু'জন—রাত্রি দিবা ;
করে বিচরণ দোঁহায় বদলি' দোঁহার বিভা।

ঊষা ও রাত্রি দুইটি ভগিনী অসীম পথে
দেব-দীক্ষিতা চলে পরে পর একই রথে,
বিরুদ্ধরূপা সমান-মানসা শোভনা দোঁহে
বাধে না কোথাও, থামে নাকো কভু মিলন-মোহে।
আকাশ-দুহিতা সুন্দরী ঊষা শোভিছে কিবা—
যুবতী শুক্লবসনা কান্তা স্বর্ণ-বিভা,
বিশ্বধারিণী পার্থিব সব ধনেশ্বরী,
সুভগা শোভনা দাঁড়াও, হেরিব নয়ন ভরি'।

বিগত কত না কালের পূর্ব্ব মর্ত্ত্য জনা
হেরেছে তোমায় এমনি শুভ্রদীপ্তাননা.
জীবিত আমরা হেরি যে তোমায় শুচি-স্মিতা,
জন্মিবে যারা হেরিবে এমনি শোভান্বিতা।

হে দ্বেষ-নাশিনী, সত্য-নিয়ম-সঙ্গীত-গাতা,
হর্ষদায়িনী, প্রতিদিন যথা-সময়-জাতা,
কল্যাণময়ী, দেবযজ্ঞের ধাত্রী তুমি,
উজলি' দাঁড়াও শ্রেষ্ঠ বিভায় যজ্ঞভূমি।

উঠ ওগো জীব, জীবন-স্বরূপা এসেছে ঊষা,
তম অপগত, আসিতেছে জ্যোতি দিবস-ভূষা,
রবি-আগমন-পথ করি' দেছে নাশিয়া ঘুমে,
আমরা মিলেছি জীবন-পোষক যজ্ঞভূমে।

দেবতা-জননী তুমি যে, হে ঊষা, অদিতি সমা,
যজ্ঞের কেতু, বিথারিয়া দাও অতুল ক্ষমা,
লয়ে প্রশস্তি মোদের সমুখে দীপ্তি পাও,
বিশ্বপূজ্যা, ধনজন দানে গৃহ পূরাও।

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত
অধ্যাপক।

তরুণের অভিযান

ফাল্গুন-বায়ে জীবনমন্ত্রে
তন্দ্রা টুটাল আজ।
নব বসন্তে শুষ্ক শাখায়
পত্র-ফুলের সাজ।
শতেক বর্ষে অসার-ভস্ম
যে জাতি মৃতপ্রায়—
তাহার মধ্যে সুপ্ত জীবন
জাগ্রত পুনরায়।
যে ত্যাগমন্ত্র, দধীচি-শিক্ষা
নিস্ফল সে তো নয়—
তরুণসঙ্ঘ, কার্যে দিতেছে
সম্যক্ পরিচয়।
অত্যাচারিত নিপিষ্ট যারা
তাদের পরিত্রাণ,
সত্যের তরে আত্মবিলোপ
লক্ষ্য যে সুমহান্।